বিষয়। শ্রীবিষ্ণু অখণ্ড আনন্দস্বরূপ বলিয়া নিখিল জীবেরই প্রীতি করিবার যোগ্য বিষয়। অথচ জীব যেমন শ্রীবিষ্ণুকে প্রীতি করিবে, শ্রীবিষ্ণুও তেমনি ভক্তগণকে প্রীতি করিয়া থাকেন। যেহেতুক তিনি পরমাত্মা। তাঁহারই চরণে শরণাগতি বিষয়ে আরও একটী হেতু উল্লেখ করিতেছেন—এই শ্রীবিষ্ণু ঈশ্বর, অর্থাৎ করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ। অপর তিনি সকলের সুহৃৎ, অর্থাৎ সকলের হিত সাধন করিতে থাকেন। এতগুলি সদ্‌গুণনিধি শ্রীবিষ্ণুকেই মানুষমাত্রের উপাসন করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকার উপদেশের প্রারম্ভ করিয়া উপসংহারেও ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ), অপূর্ব্বফল, অর্থবাদ (প্রশংসাবাক্য) এবং উপপত্তি (যুক্তি)—এই ছয়টী হেতু দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। তন্মধ্যে এস্থানে শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশে উপক্রম ও উপসংহারে ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখাইবার জন্য উপক্রমশ্লোকটী দেখাইয়া এইক্ষণ উপদেশের শ্লোকটী উল্লেখ করিতেছেন—হে বালকগণ। তোমরা হয় তো মনে করিতে পার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি যদি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে গুরুপুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক বেদের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া সত্যতা প্রতিপাদন করতঃ আমাদিগকে ধর্ম্মাদির উপদেশ করেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ এবং ঈক্ষা (কর্ম্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয় (তর্ক, নীতি,) এবং বিবিধ জীবিকা—এই সকল বেদোক্ত বলিয়াই মনে করি। আমি কোনও দোষ দিতেছি না, তবে সেই প্রকার অধিকারীর পক্ষে বেদের এই সকল উপদেশ "হিতকারী বলিয়া" সত্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

কিন্তু এ সমুদয় উপদেশের তখনই যথার্থ পারমার্থিক সত্যতা প্রকাশ পাইবে, যখন পরমপুরুষ নিরুপাধি হিতকারী শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করা হইবে। অর্থাৎ নিখিল সাধন ও নিখিল সাধ্যের পরমমুখ্যফল শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ তদীয়ত্বরূপে অভিমান্ না হইবে, অর্থাৎ আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু অথবা "আমি তোমার নিত্য-সেবক, তুমি আমার নিত্য সেব্য" এইরূপ সম্বন্ধের উদ্বোধন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে বেদের মুখ্য উপদেশ প্রতিপালন করা হইতেছে না। যেমন কেহ নিজ ভৃত্যের প্রতি বাজার হইতে বহু জিনিষ আনিবার উপদেশ করিয়া পরে বলিলেন—"ঘরে চাউলমাত্রও নাই, অন্যান্য জিনিষ তো